ইউনিট - ৯

নীতিজ্ঞান

ভূমিকা

'নীতি' হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য কল্যাণকর বিধি-বিধান। আর নীতিজ্ঞান হচ্ছে, কোন কাজ ভাল বা কোন কাজ মন্দ তা বিচার করার জ্ঞান। নীতিশিক্ষা ধর্ম শিক্ষার অঙ্গ।

এ ইউনিটের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানবতাবোধ (পাঠ-১), মহানুভবতা (পাঠ-২), সৎসাহস (পাঠ-৩), দেশপ্রেম (পাঠ-৪) এবং মাদকাসক্তির কুফল (পাঠ-৫)।

এ ৫টি পাঠে উক্ত পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে এবং ধর্মগ্রন্থ থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ধর্মীয় উপাখ্যান ও দৃষ্টান্ত প্রদান করা হচ্ছে।

এ ইউনিট শেষে আপনি নীতিজ্ঞান কাকে বলে বলতে পারবেন এবং মানবতাবোধ, মহানুভবতা, সৎসাহস, দেশপ্রেম এবং মাদকাসক্তি ও তার কুফল সম্পর্কে বলতে পারবেন। এ সকল বিষয়ে ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাখ্যান বলতে ও দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন।

পাঠ-১ মানবতাবোধ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানবতাবোধ কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- মানবতাবোধ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাখ্যান বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

মানুষ এক প্রকার জীব। তবে মানুষের বিবেক আছে। আছে ভাল-মন্দের জ্ঞান। ভাল-মন্দের জ্ঞান না থাকলে অন্যান্য জীব বা পশুপাখির সাথে মানুষের কোন পার্থক্য থাকত না। আর মানুষ যখন ভাল-মন্দের জ্ঞান হারিয়ে মন্দ-কাজে লিপ্ত হয়, তখন সে আর মানুষ থাকে না। সে 'দ্বিপদ' পশুতে পরিণত হয়। মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পশু জৈব স্বভাবের বশে এই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। এছাড়া মানুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করে। অপরের দুঃখে তার প্রাণ কাঁদে এবং সমাজে একজন মানুষের আরেকজন মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ বা কর্তব্যবোধ জন্মে। একে অপরের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়। তখন মানুষ আর্তের সেবা করে, নিজে না খেয়ে ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন জোগায়, বিপদাপন্নের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। ক্ষুধার্তের জন্য, পীড়িতের জন্য সত্যিকারের মানুষ যে-কোন রকম ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকে- এমনকি এ জন্য সে প্রাণ ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

যে-বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ অন্য মানুষের বা জীবের সেবা করে, তার নাম মানবতাবোধ। মানবতাবোধ মানুষের ধর্ম–মানুষের গুণ । হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন, তাই জীবকে ভালবাসলে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হয়। তাই মানবতাবোধ ধর্মেরও অঙ্গ।

এখন ধর্মগ্রন্থ থেকে মানবতাবোধ সম্পর্কে একটি উপাখ্যান বলছি :

রন্তিদেবের মানবতাবোধ

অনেক কাল আগের কথা।

এক দেশে রন্তিদেব নামে এক রাজা ছিলেন। রন্তিদেব ছিলেন পরম ধার্মিক। প্রজাদের তিনি খুব ভালবাসতেন আর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান করতেন এবং তাঁর আরাধনা করতেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁর প্রাণ খুব আকুল হয়ে উঠল। তিনি আরম্ভ করলেন কঠোর সাধনা। সাধনার এক পর্যায়ে তিনি অযাচক-বৃত্তি গ্রহণ করলেন। অযাচক বৃত্তি হচ্ছে, কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা করা বা চাওয়া যাবে না। ক্ষুধা পেলে কারও কাছে খাদ্যও চাওয়া যাবে না। ইচ্ছে করে যদি কেউ কিছু দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে।

অযাচক বৃত্তি গ্রহণের পর রাজা রন্তিদেবের আটচল্লিশ দিন অনাহারে কাটল। তিনিও কারও কাছে কিছু চাননি। কেউ দয়া করেও তাঁকে কিছু খেতে দেয় নি।

ঊনপঞ্চাশ দিনে এক ভক্ত তাঁকে কিছু অন্ন আর এক বাটি পায়েস দিয়ে দিলেন। রাজা খেতে বসলেন। এমন সময় একটি হাড় জিরজিরে লোক এসে দাঁড়াল রাজার সামনে। লোকটির সাথে আবার একটি কুকুর রয়েছে। কুকুরটির অবস্থাও তার প্রভুর মতই- রোগা, কঙ্কালসার চেহারা। লোকটি কাতর কণ্ঠে জানাল:

কদিন ধরে অনাহারে আছি। শুধু আমি নই, আমার কুকুরটাও।

ক্ষুধার্ত লোকটির জন্য রাজা রন্তিদেবের মন কেঁদে উঠল। কুকুরটির জন্যও তাঁর খুব মায়া হল। জীবের মধ্যে যে আত্মরূপে ঈশ্বর আছেন! জীবের কষ্ট তো ঈশ্বরের কষ্ট! তিনি নিজের খাবার ঐ লোকটি ও তার কুকুরটিকে দিয়ে দিলেন। একেই বলে মানবতাবোধ। গভীর মানবতাবোধ ছিল বলেই রাজা রন্তিদেব আটচল্লিশ দিন অনাহারে থেকেও নিজের খাবার অপরকে দিয়ে দিলেন।

হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কোথায় গেল সেই লোকটি আর তার কুকুর! রন্তিদেব দেখলেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

আসলে রন্তিদেবের মানবতাবোধের- জীবসেবার পরীক্ষা নিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

পরীক্ষায় কত নম্বর পেতে পারেন রাজা রন্তিদেব? পূর্ণ নম্বর, তাই না?

সারাংশ

যে বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ অন্য মানুষ বা জীবের সেবা করে তার নাম মানবতাবোধ। মানবতাবোধ ধর্মেরও অঙ্গ।

'রন্তিদেবের মানবতাবোধ' শীর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যানে মানবতাবোধের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। অনেক কাল আগে রন্তিদেব নামে কৃষ্ণভক্ত এক রাজা ছিলেন। তিনি কঠোর সাধনার এক পর্যায়ে গ্রহণ করলেন অযাচক বৃত্তি। অযাচক বৃত্তি গ্রহণের পর রাজা রন্তিদেবের আটচল্লিশ দিন অনাহারে কাটল। ঊনপঞ্চাশ দিনের এক ভক্ত তাঁকে কিছু অন্ন ও পায়েস খেতে দিলেন। রাজা খেতে বসলে একটি অনাহারী লোক নিজের এবং তার ক্ষুধার্ত কুকুরটির জন্য খাবার চাইল। রাজা রন্তিদেব নিজে না খেয়ে তাঁর খাবার ওদের দিয়ে দিলেন। একেই বলে মানবতাবোধ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. যে বোধে উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ অন্য মানুষের বা জীবের সেবা করে তাকে কি বলে?

ক. সেবাবোধ খ. দয়াবোধ

গ. কল্যাণবোধ ঘ. মানবতাবোধ

২. কে শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধ্যান করতেন?

ক. নামদেব খ. রন্তিদেব

গ. জয়দেব ঘ. সহদেব

৩. রাজা রন্তিদেব কি বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন?

ক. অযাচকবৃত্তি খ. যুদ্ধবৃত্তি

গ. ব্যবসা বৃত্তি ঘ. কৃষি বৃত্তি

৪. রাজা রন্তিদেব কতদিন অনাহারে থাকার পর এক ভক্ত খাদ্যসামগ্রী দিয়ে গিয়েছিল?

ক. চল্লিশ দিন পর খ. চুয়াল্লিশ দিন পর

গ. আটচল্লিশ দিন পর ঘ. ঊনপঞ্চাশ দিন পর

৫. অনাহারী লোকটি এবং তার কুকুর হঠাৎ উধাও হওয়ার পর রন্তিদেব কাকে দেখলেন?

ক. একজন সন্ন্যাসীকে খ. ব্রহ্মাকে

গ. শিবকে ঘ. শ্রীকৃষ্ণকে

প্রয়োজনীয় অংশ নোট করুন

পাঠ-২ মহানুভবতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহানুভবতা কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- মহানুভবতা সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাখ্যান বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

'মহানুভবতা' মানুষের একটি গুণ। 'মহানুভবতা' শব্দটির অর্থ হচ্ছে অনুভবের বিরাটত্ব বা উদারতা। অনেক বড় মন দিয়ে সকলের প্রতি, এমন কি শত্রুর প্রতিও ভাল আচরণ করার গুণকে বলা হয় মহানুভবতা। যিনি মহানুভব তাঁর হৃদয় অনেক বড়। উদার তাঁর চরিত্র। আর 'উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্'। অর্থাৎ যিনি উদার চরিত্রের অধিকারী গোটা পৃথিবীই তাঁর আত্মীয়। অর্থাৎ পৃথিবীই সকলের তাঁর আপন, কেউ তাঁর পর নয়।

যিনি সকল প্রকার ক্ষুদ্রতা, নীচতা, হীনতা, স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তিনিই মহানুভব। মহানুভবতা জীবকে ভালবাসার প্রেরণা যোগায়। আর 'যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ'- যেখানে জীব সেখানেই ঈশ্বরের অবস্থান । ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। তাই মহানুভবতা দিয়ে জীবকে আপন করে নিলে ঈশ্বরকে আপন করা হয় । তাই মহানুভবতা ধর্মেরও অঙ্গ। মহানুভবতা থেকে জীবপ্রেম ও ঈশ্বর ভক্তি দুইই জাগ্রত হয়। যিনি মহানুভব, তাঁর কাছে সকলেই আপন। যে তার শত্রুতা করছে, তাকেও তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন।
মহানুভবতা সম্পর্কে একটি পৌরাণিক উপাখ্যান বলছি:

বশিষ্ঠের মহানুভবতা

অনেক অনেক কাল আগে বশিষ্ঠ নামে এক ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। ব্রহ্মর্ষি মানে হল ব্রাহ্মণ ঋষি। অসাধারণ ছিল তাঁর সাধনার বল। বশিষ্ঠ ছিলেন মহানুভব। একবার অনাবৃষ্টি হয়েছিল। দেখা দিয়েছিল দুর্ভিক্ষ। সে সময়ে যোগবলে বহু লোকের আহারের ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন।

একই সময়ে আরেকজন ঋষি ছিলেন। তাঁর নাম বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্র ছিলেন ক্ষত্রিয় বর্ণের এবং একজন রাজা। কিন্তু রাজা হয়েও তিনি সাধনার দ্বারা ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন। এ জন্যে লোকে তাঁকে রাজর্ষি বলত। রাজর্ষি হয়েও তৃপ্ত নন বিশ্বামিত্র। তিনি ব্রহ্মর্ষি হতে চান। ক্ষত্রিয় হলেও সাধনার বলে হতে চান ব্রাহ্মণ এবং ব্রহ্মর্ষি। কিন্তু তার উপযুক্ত ব্যক্তির জন্য স্বীকৃতির প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একজন উপযুক্ত ব্যক্তি হলেন সূর্যবংশের কুলগুরু ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ। যদি তিনি বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নেন, তাহলে কেউ তাঁকে ব্রহ্মর্ষি বলে মেনে নিতে দ্বিধা করবে না।

বশিষ্ঠ এই স্বীকৃতি দিচ্ছেন না। তিনি বিশ্বমিত্রকে মেনে নিচ্ছেন না ব্রহ্মর্ষি বলে। কারণ তখনও বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষির সমগ্র গুণাবলি অর্জন করেন নি। এ জন্যে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ওপর খুব রেগে আছেন। তিনি বুদ্ধি আঁটলেন, বশিষ্ঠের ক্ষতি করবেন, যাতে বশিষ্ঠ কষ্ট পান।

একদিন মন্ত্রবলে এক রাজাকে রাক্ষসে পরিণত করলেন। তারপর তাকে বললেন—
ওহে রাক্ষস, তুমি এখুনি যাও। বশিষ্ঠের এক'শ ছেলে আছে। তাদের ভক্ষণ করে এস।

বিশ্বামিত্রের আদেশ পেয়ে রাক্ষস ছুটে গিয়ে তা পালন করে এল। এতেও বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করলেন না। আবার পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নিলেন না বা কোন অভিশাপ দিলেন না।

বিশ্বামিত্র তখন ঠিক করলেন, বশিষ্ঠকে হত্যা করবেন। একদিন তিনি বশিষ্ঠ যে ঘরে থাকেন, তার পেছনে লুকিয়ে রইলেন।

সেদিন বশিষ্ঠের ঘরে লবণ ছিল না। বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী এসে জানালেন যে লবণ নেই। বশিষ্ঠ তাঁর স্ত্রীকে বিশ্বামিত্রের কাছ থেকে কিছু লবণ নিয়ে আসতে বললেন। অরুন্ধতী বললেন,

ছি - ছি- ছি। যে আমাদের শত্রু বলে ভাবে, যে আমাদের এক'শ পুত্রকে হত্যা করিয়েছে, তুমি তাঁর কাছে তুচ্ছ লবণের জন্য আমাকে যেতে বলছ?

বশিষ্ঠ বললেন,
সন্তানের জন্য দুঃখ করো না। যার কাল পূর্ণ হবে মৃত্যু তার হবেই । তোমাদের ছেলেদের কাল পূর্ণ হয়েছিল। তাই তারা মৃত্যুবরণ করেছে—মৃত্যুর কারণ যাই হোক না কেন । বিশ্বমিত্র উপলক্ষ মাত্র। তাছাড়া প্রকৃত জ্ঞানী জীবিত কি মৃত কারও জন্য শোক করেন না। কারণ মৃত্যুতে দেহের বিনাশ ঘটে, আত্মার ধ্বংস নেই। পুত্রদের শোকে তোমার মত আমিও ব্যথিত। কিন্তু আমি শোকে কাতর হয়ে পড়ছি না—তুমিও কাতর হয়ো না। সম্পদে ও বিপদে স্থির থাকাই সকলের বিশেষ করে সাধকের কর্তব্য। নইলে সাধনা সফল হয় না। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষি রূপে গণ্য হওয়ার স্বীকৃতি চায়। কিন্তু ও এখনও ব্রহ্মর্ষির পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করে নি। তাই আমি ওকে ব্রহ্মর্ষি রূপে স্বীকার করিনি বলে ও ক্রুদ্ধ। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ও এমন সব কাজ করছে যাতে আমি কষ্ট পাই। আমি চাই ও ব্রহ্মর্ষি হওয়ার জন্যে আরও সাধনা করুক। যখন সময় হবে, তখন আমি সবার আগে ওকে ব্রহ্মর্ষি বলে স্বীকার করব।

ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের এ কথা আড়াল থেকে শুনলেন বিশ্বমিত্র।
— এই মহানুভব ব্রহ্মর্ষিকে আমি হত্যা করতে এসেছি! ওঃ, এর শতপুত্রকে আমি হত্যা করিয়েছি!
অনুশোচনায় দগ্ধ হতে লাগলেন বিশ্বামিত্র। তিনি ছুটে গিয়ে বশিষ্ঠের পা জড়িয়ে ধরলেন।
— আরে, আরে, কে? কে? এ যে বিশ্বমিত্র! ওঠ্, ওঠ্।
পা না ছেড়ে দিয়ে বিশ্বামিত্র কাঁদতে কাঁদতে বললেন,
— আমি অতি ক্ষুদ্র, আমি ব্রহ্মর্ষি হতে চাই নে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।
বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে হাত ধরে তুললেন। তারপর তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন,

— ওরে, সেই তো মহৎ, যে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভাবে। আজ তুই ক্রোধ আর অহংকার ত্যাগ করেছিস। আমি তোকে আশীর্বাদ করছি, আজ থেকে তুই ব্রহ্মর্ষি হলি।

বশিষ্ঠের কথা শুনে স্তম্ভিত হলেন বিশ্বামিত্র। শ্রদ্ধায়, আনন্দে, বিস্ময়ে তিনি আরেকবার বশিষ্ঠের পায়ে পড়লেন।
বশিষ্ঠ পরম স্নেহে বিশ্বামিত্রকে তুলে বুকে টেনে নিলেন।

সারাংশ

'বশিষ্ঠের মহানুভবতা' শীর্ষক পৌরাণিক উপাখ্যানটি মহানুভবতার দৃষ্টান্ত। পুরাকালে রাজর্ষি

বিশ্বামিত্র ব্রক্ষার্ষি হতে চেয়েছিলেন। তার জন্য স্বীকৃতি চাই। ব্রক্ষার্ষি বশিষ্ঠ যদি স্বীকৃতি দেন, তাহলে কেউ বিশ্বামিত্রকে ব্রক্ষার্ষি বলে মেনে নিতে দ্বিধা করবে না। কিন্তু তখনও পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করেন নি বলে বশিষ্ঠ স্বীকৃতি দিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের পুত্রদের হত্যা করা সহ অনেক ক্ষতি করেছিলেন। অবশেষে তিনি গোপনে বশিষ্ঠকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রতি বশিষ্ঠের মমতাময় ও ক্ষমাসুন্দর কথাবার্তা শুনে তিনি মুগ্ধ হলেন। ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাইলেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধ ও অহংকার ত্যাগ করতে পেরেছেন বলে বশিষ্ঠ তাঁকে ব্রক্ষার্ষি বলে স্বীকৃতি দিলেন। বিশ্বামিত্র শত্রুতা করেছে, চরম ক্ষতি করেছে, তবুও তাঁর প্রতি বশিষ্ঠের এ উদার আচরণে মহানুভবতা প্রকাশ পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'মহানুভবতা' শব্দটির অর্থ কি?
ক. গুরুজনকে শ্রদ্ধা করা — খ. ছোটদের স্নেহ করা
গ. অনুভবের বিরাটত্ব ও উদারতা — ঘ. দারিদ্র্যকে সাহায্য করা

২. বিশ্বামিত্র কি হতে চেয়েছিলেন?
ক. ব্রক্ষার্ষি — খ. রাজা
গ. বেদজ্ঞ — ঘ. পুরাণ-কথক

৩. বশিষ্ঠ কেন প্রথমে বিশ্বামিত্রকে ব্রক্ষার্ষি বলে স্বীকার করছিলেন না?
ক. বিশ্বামিত্রকে পছন্দ করতেন না বলে
খ. বিশ্বামিত্রের সাধনা পূর্ণ হয় নি বলে
গ. বিশ্বামিত্রের বয়স কম ছিল বলে
ঘ. তাঁর একশ পুত্রকে বিশ্বামিত্র হত্যা করেছিল বলে

৪. বশিষ্ঠ পরে কেন বিশ্বামিত্রকে ব্রক্ষার্ষি বলে স্বীকৃতি দিলেন?
ক. প্রাণভয়ে
খ. স্ত্রীর অনুরোধে
গ. বিশ্বামিত্র ক্রোধ ও অহংকার ত্যাগ করায় তার সাধনা পূর্ণতা পেয়েছিল বলে
ঘ. রাজা বশিষ্ঠকে অনুরোধ করেছিলেন বলে

৫. বশিষ্ঠের আচরণে কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যায়?
ক. মহানুভবতা — খ. সততা
গ. একাগ্রতা — ঘ. বীরত্ব

পাঠ-৩ সৎ সাহস

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- 'সৎ সাহস' কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- 'সৎ সাহস' সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে উপাখ্যান বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

'সাহস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভয় না পেয়ে কোন কাজ করা বা নির্ভীকতা। নিজের বিপদের ঝুঁকি আছে জেনেও কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার যে প্রবৃত্তি, তার নাম সাহস। এ সাহস যেমন ভাল বা সৎ কাজে দেখানো যায়, তেমনি মন্দ বা অসৎ কাজেও দেখানো যায়। সৎ বা কল্যাণকর কাজে যে সাহস দেখানো হয় তাকে বলে 'সৎ সাহস'।

সবল যখন অন্যায়ভাবে দুর্বলের ওপর অত্যাচার করে, তখন সৎ সাহসী দুর্বলের পক্ষে দাঁড়ায়। লড়াই করে।

ধর্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে সৎ সাহস দেখানো ক্ষত্রিয় বীরের কর্তব্য। মহাভারতে এ-রকম সৎ সাহসের অনেক উপাখ্যান আছে। এখন মহাভারত থেকে এ-রকম সৎ সাহসের একটি উপাখ্যান বলছি :

অভিমন্যুর সৎ সাহস

মহাভারতের এক মহাবীর তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন।

অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু।

অভিমন্যু পিতার কাছ থেকে যুদ্ধবিদ্যা লাভ করেন এবং অল্প বয়সেই নানাবিধ অস্ত্র চালনায় দক্ষ হয়ে ওঠেন।

অর্জুনের পিতার নাম পাণ্ডু।

তাই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব- পাণ্ডুর এই পঞ্চ পুত্রকে বলা হয় পাণ্ডব।

পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্রের ছিল দুর্যোধন, দুঃশাসন, বিকর্ণ ইত্যাদি একশত পুত্র এবং দুঃশলা নামে একটি কন্যা। কুরু বংশের নামে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের কৌরব বলা হত।

এক সময়ে রাজ্যের অধিকারকে কেন্দ্র করে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে সারা ভারতের প্রায় সকল রাজা জড়িয়ে পড়েন। কেউ কৌরব, কেউ বা পাণ্ডব পক্ষে যোগ দেন।

একদিকে দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র, পিতামহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, মহাবীর কর্ণ, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থমা, দুর্যোধনের মামা শকুনি, জয়দ্রথ প্রভৃতি এবং বিশাল সেনাবাহিনী। অন্য পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রুপদ রাজার ছেলে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু প্রভৃতি এবং বিরাট সেনাবাহিনী। দ্বারকার রাজা রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে পাণ্ডব পক্ষে অংশ নেন। তবে তিনি অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেন নি। তিনি ছিলেন অর্জুনের সারথি ও পরামর্শদাতা। অন্যদিকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর একটি বিশাল সেনাবাহিনীকে কৌরব পক্ষে যুদ্ধ করতে দেন।

যুদ্ধটা হয়েছিল কুরুক্ষেত্র প্রান্তরে। তাই এ যুদ্ধের নাম কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ।

এ যুদ্ধ চলেছিল আঠার দিন।

এ আঠার দিনের একদিনের যুদ্ধ। কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলছে।

সেদিন অর্জুন খুব বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছেন।

বিপক্ষের বিশাল একটি সেনাদল তাঁর সাথে পেরে উঠছে না। তখন দুর্যোধন অস্ত্রগুরু ও অন্যতম সেনাপতি দ্রোণাচার্যের সাথে মন্ত্রণায় বসলেন। ঠিক করলেন, দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ নির্মাণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন। 'ব্যূহ' মানে যুদ্ধের সময় সৈন্য সাজানোর বিশেষ বিশেষ কৌশল। চক্রব্যূহ হচ্ছে চক্রের আকারে বা গোলাকার করে সৈন্য সাজানো। চক্রব্যূহে প্রবেশ করার একটি মাত্র পথ থাকে এবং সৈন্যদের আটটি কুণ্ডলাকৃতি সারি দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়। আরও অনেক প্রকার 'ব্যূহ' রচনা করা যায়। যেমন, ত্রিশূল ব্যূহ, পদ্মব্যূহ, অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ ইত্যাদি।

চক্রব্যূহ ভেদ করা খুব কঠিন। সকল বীর এ ব্যূহ ভেদ করার কৌশল জানেন না বা জানলেও অনেক সময় পেরে ওঠেন না। ভীম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি পাণ্ডবপক্ষের বড় বড় বীর কৌরবদের চক্রব্যূহ ভেদ করতে ব্যর্থ হলেন।
যুধিষ্ঠির চিন্তায় পড়ে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন, অর্জুনের পুত্র অভিমন্যু ও শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুম্ন ছাড়া তাঁদের পক্ষের আর কেউ চক্রব্যূহ ভেদ করতে জানেন না। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্র ধরে যুদ্ধ করবেন না। অর্জুন অন্যত্র যুদ্ধে ব্যস্ত । এ অবস্থায় অভিমন্যুই একমাত্র ভরসা।

অভিমন্যুর বয়স তখন ষোল বছরের কিছু কম। আর একটা সমস্যা হল, অভিমন্যু চক্রব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করতে জানেন, কিন্তু তা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার কৌশল তখনও আয়ত্ত করতে পারেন নি।
যুধিষ্ঠির অভিমন্যুকে বললেন,
বিপক্ষ দল চক্রব্যূহ সাজিয়ে রয়েছে। একজন কেউ এগিয়ে না গেলে তা লজ্জা আর অপমানের ব্যাপার হবে। মাথা নত করে মেনে নিতে হবে পরাজয়। তুমি যাও অভিমন্যু, চক্রব্যূহ ভেদ কর। আমরা তোমাকে চক্রব্যূহ থেকে বের করে আনব।
অভিমন্যু সানন্দে রাজি হলেন। এগিয়ে গেলেন সৎ সাহস নিয়ে।
চক্রব্যূহ ভেদ করে ব্যূহের ভেতরে প্রবেশ করলেন অভিমন্যু। তাঁর বৃষ্টি ধারার মত অবিরল শরবর্ষণে বিপক্ষের অনেক সৈন্য নিহত হল। নিহতদের মধ্যে ছিল মহাবীর শল্যের ছোট ভাই। অভিমন্যুর কাছে পরাজিত হলেন দুর্যোধন, কর্ণ- এমনি আরও অনেক বড় বড় বীর। তখন দ্রোণ, কর্ণ, দুঃশাসন, কৃপাচার্য, শকুনি, অশ্বত্থামা এবং দুর্যোধন- এই সপ্তরথী অর্থাৎ সাতজন মহাযোদ্ধা একযোগে বালক অভিমন্যুকে আক্রমণ করলেন। এঁরাও পরাজিত হলেন সাত বার। অষ্টম বারে সপ্তরথী অভিমন্যুকে ঘিরে ধরে একসাথে আক্রমণ করলেন। এ মিলিত আক্রমণে অভিমন্যু অস্ত্রহীন এবং রথহীন হয়ে পড়লেন। তখন শুধু রথের চাকা দিয়েই যুদ্ধ করতে লাগলেন বালক অভিমন্যু। এভাবে অভিমন্যু প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চক্রব্যূহের ভেতরে প্রাণ বিসর্জন দিলেন।
অকাল মৃত্যু অভিমন্যুর দেহ ছিনিয়ে নিলেও তিনি পৃথিবীতে চির অমর হয়ে রইলেন। মহাভারতের পাতায় চির উজ্জ্বল হয়ে রইল তাঁর বীরত্ব আর সৎ সাহসের কাহিনী।

সারাংশ

'সাহস' শব্দটির অর্থ হচ্ছে নির্ভীকতা । আর সৎ সাহস মানে সৎ বা কল্যাণকর কাজে সাহস দেখানোর প্রবৃত্তি। ধর্ম রক্ষার জন্য সৎ সাহস দেখানো কর্তব্য।
মহাভারতের মহাবীর অর্জুনের মহাবীর পুত্র অভিমন্যুর সৎ সাহসের একটি উপাখ্যান আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় একদিনের যুদ্ধে অভিমন্যু কৌরব পক্ষের অনেক শক্তিশালী বীরের বিরুদ্ধে বিশেষ করে সপ্তরথীর মিলিত আক্রমণের মুখে একা সৎ সাহস নিয়ে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. সাহস শব্দটির অর্থ কি?

ক. মনের জোর
খ. নির্ভীকতা
গ. ধৈর্য
ঘ. যুদ্ধ করার শক্তি

২. সৎ বা কল্যাণকর কাজে যে সাহস দেখানো হয় তাকে কি বলে?

ক. সততা	খ. মহত্ত্ব
গ. সৎ সাহস	ঘ. বীরত্ব

৩. অভিমন্যু কোন ব্যূহ ভেদ করতে গিয়েছিলেন?

ক. ত্রিশূল ব্যূহ	খ. পদ্ম ব্যূহ
গ. অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ	ঘ. চক্রব্যূহ

৪. অভিমন্যু যখন চক্রব্যূহ ভেদ করতে গিয়েছিলেন তখন তার বয়স কত ছিল?

ক. পনের বছরের কিছু কম	খ. চৌদ্দ বছরের কিছু কম
গ. তের বছরের কিছু কম	ঘ. ষোল বছরের কিছু কম

৫. কজন রথী একসাথে অভিমন্যুকে আক্রমণ করেছিলেন?

ক. তিন জন	খ. সাত জন
গ. আট জন	ঘ. দশ জন

৬. অস্ত্রহীন ও রথহীন হয়ে পড়লে অভিমন্যু কি দিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন?

ক. হাত দিয়ে	খ. রথের ধবজার দণ্ড দিয়ে
গ. একটি গাছ ভেঙে নিয়ে	ঘ. রথের চাকা দিয়ে

পাঠ-৪ দেশপ্রেম

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ‘দেশপ্রেম’ কাকে বলে তা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- ধর্মগ্রন্থ থেকে ‘দেশপ্রেম’ সম্পর্কে উপাখ্যান বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

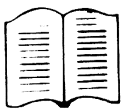

‘দেশপ্রেম’ বলতে বোঝায় দেশের প্রতি ভালবাসা। যিনি দেশপ্রেমিক তিনি দেশের স্বার্থকে নিজের স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেন। তিনি সবসময় দেশ ও দেশবাসীর কল্যাণের জন্য কাজ করে যান। দেশ যদি কখনও বহিঃশত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন দেশপ্রেমিক দেশকে রক্ষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। দেশের জন্য তিনি প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না।

দেশপ্রেম ধর্মেরও অঙ্গ । ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে–

‘জননীজন্মাভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’–অর্থাৎ মা ও মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড়।

দেশপ্রেমের আবেগে কবিও গেয়ে ওঠেন –

‘এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।’

দেশের জন্য কঠোর পরিশ্রম, দেশের সম্পদকে নিজের সম্পদের মত রক্ষা করা, যত্ন নেয়া এবং দেশের জন্য প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের জন্য ধর্মযুদ্ধে যদি কেউ প্রাণ বিসর্জন দেন, তাহলে সেই দেশপ্রেমিক অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন।

প্রাচীনকালেও অনেক মহান ব্যক্তি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রামায়ণ থেকে এমনই এক দেশপ্রেমিকের উপাখ্যান নিম্নে বর্ণিত হল :

কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম

পুরাণে সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে দুটি বিখ্যাত রাজবংশের বিবরণ আছে। এ দুটি রাজবংশে অনেক ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক রাজার জন্ম হয়েছিল।

একসময়ে চন্দ্রবংশে এমনি একজন দেশপ্রেমিক রাজা ছিলেন।

নাম তাঁর কার্তবীর্যার্জুন।

সহস্রবাহু ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন মহাশক্তিধর।

তখন যুদ্ধ ও রাজকার্যের ক্লান্তি দূর করার জন্যে মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন অবকাশ যাপন করছিলেন। আর ঠিক সেই সময়ে লঙ্কার রাজা রাবণ কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য আক্রমণ করে বসলেন। তাঁর উদ্দেশ্য কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য অধিকার করে নেয়া।

কার্তবীর্যার্জুন যেখানে অবকাশ যাপন করছিলেন, সেখানে দ্রুত সংবাদ পাঠানো হল। এদিকে সেনানায়করা রাবণের সাথে যুদ্ধ করে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখছিলেন।

সংবাদ পেয়ে কার্তবীর্যার্জুন ক্রোধে আগুনের তেজে জ্বলে উঠলেন।

- আমার রাজ্য, আমার দেশ আক্রান্ত!

আমি এখুনি যুদ্ধে যাত্রা করব।

রাজা কার্তবীর্যার্জুন সকল সৈন্যকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে ফেললেন। পররাজ্য আক্রমণকারী সৈন্যরা তাদের কাছে হেরে গেল। রাবণ পরাজিত হয়ে বন্দি হলেন।

স্বর্গেও এই বার্তা পৌঁছুল। রাবণ বন্দি হয়েছেন। মহামুনি পুলস্ত্য তখন স্বর্গে থাকেন। রাবণ সম্পর্কে তাঁর নাতি হয়। রাবণ বন্দি হয়েছে শুনে তিনিও খুব দুঃখ পেলেন। তিনি ভাবলেন, মর্ত্যে গিয়ে দেখি, রাবণকে মুক্ত করার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা । তিনি তখনই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে যাত্রা করলেন। নেমে এলেন কার্তবীর্যার্জুনের রাজসভায়।

মহামুনি পুলস্ত্য এসেছেন। কার্তবীর্যার্জুন খুবই আনন্দিত হলেন। তিনি মহামুনি পুলস্ত্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন।

পুলস্ত্য সন্তুষ্ট হলেন কার্তবীর্যার্জুনের শিষ্টাচারে। তিনি শান্ত কণ্ঠে বললেন,

—কার্তবীর্যার্জুন, তুমি ধার্মিক, দেশপ্রেমিক। তুমি তোমার গুণে দেবতাদেরও প্রিয়। জানই তো রাবণ সম্পর্কে আমার নাতি হয়। ওকে তুমি মুক্তি দিলে আমি খুশি হব।

রাজা কার্তবীর্যার্জুন বিনয়ের সঙ্গে বলেন,

— আমার দেশপ্রেমিক সৈন্যরা পররাজ্য আক্রমণকারীকে পরাস্ত করেছেন।

— হ্যাঁ, তোমার দেশপ্রেম আর বীরত্বের কাছে রাবণ পরাজিত হয়েছে। —পুলস্ত্য মুনি বললেন।

কার্তবীর্যার্জুন বললেন,

— আপনি মহামুনি। পরম শ্রদ্ধার পাত্র। আপনি যখন বলছেন, তখন রাবণকে আমি মুক্তি দিয়ে ধন্য হতে চাই।

রাজা কার্তবীর্যার্জুন লঙ্কারাজ রাবণকে মুক্তি দিলেন।

পুলস্ত্য অগ্নি সাক্ষী করে কার্তবীর্যার্জুন আর রাবণের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিলেন।

পুলস্ত্য স্বর্গলোকে চলে গেলেন।

রাবণ ফিরে গেলেন নিজ রাজ্য লঙ্কায়।

রাজা কার্তবীর্যার্জুন তাকিয়ে দেখলেন- রাজপুরীর প্রাচীর ছড়িয়ে দূরে প্রান্তরের শস্যশ্যামল শোভা।

স্বাধীন স্বদেশের দিকে তাকিয়ে আবেগে কার্তবীর্যার্জুনের দুচোখে আনন্দাশ্রু দেখা দিল।

এই স্বদেশকে তিনি শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পেরেছেন।

আমার রাজ্য যেন চিরকাল স্বাধীন থাকে। - মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন দেশপ্রেমিক রাজা কার্তবীর্যার্জুন।

সারাংশ

‘দেশপ্রেম’ মানে দেশের প্রতি ভালবাসা।
রামায়ণে কার্তবীর্যার্জুন নামে এক দেশপ্রেমিক রাজা ছিলেন লংকার রাজা রাবণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন রাজা কার্তবীর্যার্জুন অবকাশ-যাপন করছিলেন। তিনি সংবাদ পেয়ে দ্রুত ছুটে এসে সৈন্য সহ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধে কার্তবীর্যার্জুন ও তাঁর সৈন্যরা জয়লাভ করেন। রাবণ এবং তাঁর সেনাদলও মহাশক্তিধর। কিন্তু রাবণ ও তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করেছেন পররাজ্য গ্রাস করার জন্যে। আর কার্তবীর্যার্জুন ও তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধ করেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে—দেশকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষার করার জন্য। দেশপ্রেমের কারণে কার্তবীর্যার্জুন ও তাঁর সৈন্যরা বিজয়ী হন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. কে দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হন না?
ক. মহাবীর খ. মহারাজ
গ. দেশপ্রেমিক ঘ. জীবসেবক

২. কোন রাজা অবকাশ যাপন করছিলেন?
ক. রাজা রাবণ খ. রাজা কার্তাবীর্যার্জুন
গ. রাজা রাম ঘ. রাজা উশীনর

৩. কে রাজা কার্তবীর্যার্জুনের রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন?
ক. শিবি খ. ভীম
গ. দুষ্যন্ত ঘ. রাবণ

৪. কার্তাবীর্যার্জুনের সৈন্যরা যুদ্ধে জয়ী হতে পারল কেন?
ক. অনেক শক্তিধর বলে
খ. অস্ত্রবল বেশি ছিল বলে
গ. দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ছিল বলে
ঘ. রাবণের সৈন্যদের খাদ্য ফুরিয়ে গিয়েছিল বলে

৫. কার অনুরোধে রাবণ মুক্তি পেলেন?
ক. পুলস্ত্যের অনুরোধে খ. মন্দোদরীর অনুরোধে
গ. শিবের অনুরোধে ঘ. ইন্দ্রের অনুরোধে

৬. রাজা কার্তবীর্যার্জুন মনে মনে কি প্রার্থনা করেছিলেন?
ক. তাঁর রাজ্যের সীমা যেন বেড়ে যায়
খ. তাঁর রাজ্য যেন চিরকাল স্বাধীন থাকে
গ. তাঁর রাজ্য যেন ধন-সম্পদে ভরে যায়
ঘ. তাঁর রাজ্য যেন প্রচুর শস্য জন্মে

পাঠ-৫ মাদকাসক্তি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মাদকাসক্তি কাকে বলে, তা বলতে পারবেন।
- মাদকাসক্তির কুফল বর্ণনা করতে পারবেন।
- ধর্মগ্রন্থে মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

'মাদক' বলতে বোঝায় নেশার বস্তু। আমরা যে সকল জিনিস জীবন রক্ষার জন্য খাই তাকে বলে খাদ্য। যে সকল জিনিস পান করি, তাকে বলে পানীয়। খাদ্য ও পানীয়, না হলে আমরা বাঁচতে পারি না। এমন কিছু জিনিস বা দ্রব্য আছে যা মাদক। যেমন : আফিম, গাঁজা, তামাক, মদ, হেরোইন, মরফিন, প্যাথেড্রিন, কোডিন, ফেনসিডিল ইত্যাদি। এগুলো কিছু কিছু ঔষধ তৈরির উপাদান হিসেবে কাজে লাগে। এগুলো জীবন রক্ষার জন্য সরাসরি কাজে লাগে না। সরাসরি খেলে বা পান করলে বা শরীরে গ্রহণ করলে এক ধরনের নেশা হয়, ঝিমুনি আসে। এগুলোকে বলা হয় মাদকদ্রব্য। মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি বা লিপ্সাকে মাদকাসক্তি বলা হয়।

মাদকদ্রব্য সরাসরি শরীরের জন্যে বা জীবন রক্ষার জন্যে কোন কাজে তো লাগেই না বরং এগুলো জীবনের ক্ষতি করে।

মাদকাসক্তি একটি বদভ্যাস। মাদকাসক্তি বলতে মাদক দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীলতা বা মাদকদ্রব্য দ্বারা নেশা সৃষ্টি হওয়া বোঝায়।

মাদকাসক্তি দৈহিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি সাধন করে।

দৈহিক ক্ষতি : মাদকাসক্ত হলে:

- খাদ্য গ্রহণে অরুচি হয়। অনিদ্রা হয়, হজমশক্তি কমে যায়।
- অপুষ্টি এবং অপুষ্টিজনিত রোগ হয়।
- স্থায়ী কফ, কাঁশি, হাঁপানি, ফুসফুসের ক্যানস্যার এবং শ্বাসনালীর নানা রকম রোগ হয়।
- ওজন কমে যায়, শরীর ক্ষীণ হয়।
- এছাড়া খাদ্যনালীতে ক্যান্সার হতে পারে।
- জন্ডিস বা লিভার সিরোসিস নামক রোগ হতে পারে।
- রক্তচাপ বৃদ্ধি বা হ্রাস পেতে পারে।
- কিডনি নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
- মাদকদ্রব্যের প্রতিক্রিয়ায় প্রাণ পর্যন্ত বিনষ্ট হতে পারে।

মানসিক ক্ষতি : মাদকাসক্ত হলে:

- নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিবেক বুদ্ধি লোপ পায়। তখন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যে কোন রকমের অন্যায় কাজ বা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হতে পারে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি চৈতন্য পর্যন্ত হারাতে পারে।
- জ্ঞান ফিরে আসলেও মাদকাসক্ত ব্যক্তির ওপর তার প্রভাব থাকে।
- মাদকাসক্তের মস্তিষ্ক বিকৃত হতে পারে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে পারে।
- মাদকাসক্ত এক পর্যায়ে জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়তে পারে।

- মাদকাসক্তির ফলে মিথ্যা কথা বলাসহ অসৎ ও অসামাজিক আচরণের প্রবণতা বাড়ে।

আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি : মাদকাসক্ত হলে:

- মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য কিনতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। এ সকল মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ বলে কিনতে অনেক টাকা লাগে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকাসক্ত অবস্থায় সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সামাজিক পরিবেশ ক্ষতি করে।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্য কেনার জন্য অভিভাবক বা বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে টাকা চেয়ে যখন পায় না, তখন দুর্ব্যবহার করে। এতে পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকাসক্ত অবস্থায় কিংবা অন্য সময়েও মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগের কারণে সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়েন ঝগড়া-মারামারি করে। এমনকি সে খুন পর্যন্ত করে বসে। এতে করে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।
- মাদকাসক্ত ব্যক্তি মা-বাবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়। এভাবে মাদকাসক্ত শুধু নিজের নয়, অন্যদের মানসিক ক্ষতি এবং তা সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে।

ধর্মগ্রন্থসমূহে মাদকাসক্তি সম্পর্কে বক্তব্য ও দৃষ্টান্ত

মনুসংহিতার একাদশ অধ্যায়ে সুরাপানকে পঞ্চ মহাপাতকের অন্যতম বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ সকল পাপ যারা করে, তাদের সাথে এক বছর মেলামেশা করলেও একই রকম পাপ হয়। আরও বলা হয়েছে সুরা পান করলে দাঁত কালো হয়ে যায়। সুরা পান প্রভৃতি পাপ করলে নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত হয়ে বা পশুকুলে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এ বিষয়ে পদ্মপুরাণেও একই রকম কথা বলা হয়েছে।

মহাভারতেও সুরাপানের নিন্দা করা হয়েছে। মৌষল পর্বে বলা হয়েছে, অতিরিক্ত সুরা পানই যদুবংশের ধ্বংসের কারণ। সুরা পান করে মত্ত অবস্থায় ছিল বলে জগাই-মাধাই প্রভু নিত্যানন্দকে প্রহার করেছিল। তাও আবার মদ রাখার কলসির কানা দিয়ে।

মাদকদ্রব্য সেবনের দ্বারা ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হয়। ইন্দ্রিয় উত্তেজিত হলে সংযম থাকে না। সংযম না থাকলে ধর্মহানি ঘটে। সুতরাং মাদকাসক্তি সব দিক থেকে ধর্ম ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মাদকাসক্তির প্রতিকার

মাদকাসক্তি প্রতিকারের অযোগ্য নয়। মাদকাসক্তির নিন্দনীয়, তা বলে মাদকাসক্তকে ঘৃণা করা ঠিক নয়। আমরা পাপকে ঘৃণা করব, পাপীকে নয়। তাই আমরা সহানুভূতির সাথে মাদকাসক্তদের দেখব এবং তাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করব।

মাদকাসক্তির প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে :

- মাদকাসক্তকে পরিত্যাগ না করে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখা।
- মাদকদ্রব্য তৈরি, বিক্রয় ও গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।
- মাদক-বিরোধী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- মাদকসক্তদের জন্য সরকারি ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নিরাময় কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।
- বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র প্রভৃতি গণমাধ্যমে মাদকাসক্তি বিরোধী আলোচনা ও নাটক, জীবন্তিকা প্রভৃতি প্রচার করতে হবে।
- মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে মাতা-পিতা, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণীদের বুঝিয়ে বলবেন। মাদকাসক্ত হওয়ার আগেই তাদের বিরত রাখার চেষ্টা করবেন।

- খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডসহ সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করলে তাতে সময় কাটবে। মাদকাসক্তি থেকে তাহলে দূরে থাকার উপায় সৃষ্টি হবে।
- মাদকাসক্তিকে ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা দিয়েও প্রতিরোধ করা যায়।

মাদকাসক্তি একটি সামাজিক ব্যাধি। এর দূরীকরণ জাতীয়ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্যে সরকার ও জনগণকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন থাকতে হবে।

সারাংশ

ধূমপান, মদ্যপান, হেরোইন সেবন, শরীরে কোন মাদকদ্রব্য গ্রহণের নেশা বা আসক্তিকে মাদকাসক্তি বলে। মাদকাসক্তি ধর্ম ও নীতিবিরুদ্ধ। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতি করে। ধর্মগ্রন্থেও মাদকাসক্তির নিন্দা করা হয়েছে। মাদকাসক্তির প্রতিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. 'মাদক' কাকে বলে?
ক. আনন্দের বস্তু   খ. নেশার বস্তু
গ. খেলার বস্তু   ঘ. মূল্যবান বস্তু

২. মাদকাসক্তির প্রতিক্রিয়া কি?
ক. মাদকাসক্তি আনন্দ দেয়   খ. মাদকাসক্তি শক্তি বৃদ্ধি করে
গ. মাদকাসক্তি অবসাদ দূর করে   ঘ. মাদকাসক্তি সামগ্রিকভাবে ক্ষতি করে

৩. মনুসংহিতায় মাদকাসক্তিকে কি বলা হয়েছে?
ক. ক্ষতিকর   খ. উত্তেজক
গ. পঞ্চমহাপাতকের অন্যতম   গ. অবসাদ-জনক

৪. মাদকাসক্ত হয়ে জগাই-মাধাই কি করেছিল?
ক. আনন্দে নৃত্য করেছিল   খ. অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল
গ. প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করেছিল   ঘ. নিত্যনন্দ প্রভুকে প্রহার করেছিল

৫. মাদকাসক্তের প্রতি কেমন ব্যবহার করা উচিত?
ক. ঘৃণা করা উচিত
খ. প্রহার করা উচিত
গ. সহানুভূতির সঙ্গে তার সংশোধনের ব্যবস্থা করা উচিত
ঘ. এড়িয়ে চলা উচিত

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. নীতিজ্ঞান কাকে বলে? মানবতাবোধ বলতে কি বোঝায়? সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন।
[পাঠ - ১ থেকে লিখুন]

২. 'রন্তিদেবের মানবতাবোধ' শীর্ষক উপাখ্যানটি সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন।
[পাঠ - ১ থেকে লিখুন]

৩. মানবতাবোধ সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে আপনার কোন গল্প বা ঘটনা জানা থাকলে সংক্ষেপে নিজের ভাষায় লিখুন। [নিজ অধ্যয়ন থেকে লিখুন]

৪. 'মহানুভবতা' কাকে বলে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
[পাঠ - ২ এর প্রথম অংশ দেখুন (উপাখ্যানের পূর্ব পর্যন্ত)]

৫. 'বশিষ্ঠের মহানুভবতা' শীর্ষক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ - ২ দেখুন]

৬. 'সৎ সাহস' কাকে বলে, তা বুঝিয়ে লিখুন। (পাঠ-৩-এর প্রথম অংশ দেখুন)

৭. 'অভিমন্যুর সৎ সাহস' শীর্ষক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩ দেখুন]

৮. 'কার্তবীর্যার্জুনের দেশপ্রেম' শীর্ষক উপাখ্যানটি নিজের ভাষায় লিখুন। [পাঠ - ৪ দেখুন]

৯. মাদকাসক্তি কাকে বলে? [পাঠ - ৫ দেখুন]

১০. মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন । [পাঠ - ৫ দেখুন]

১১. ধর্মগ্রন্থ অনুসারে মাদকাসক্তির কুফল সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [পাঠ -৫ দেখুন]

১২. সংক্ষেপে উত্তর দিন :

ক. মানবতাবোধ কাকে বলে? [পাঠ-১ দেখুন]

খ. অযাচক বৃত্তি কাকে বলে? কে অযাচক বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন ? [পাঠ-১ দেখুন]

গ. মহানুভবতা কাকে বলে? [পাঠ-২ দেখুন]

ঘ. ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ কিভাবে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন? [পাঠ-২ দেখুন]

ঙ. সৎ সাহস কাকে বলে? [পাঠ-৩ এর প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে লিখুন]

চ. চক্রব্যূহ কাকে বলে? [পাঠ-৩ দেখুন]

ছ. দেশপ্রেম কাকে বলে ? [পাঠ-৪ দেখুন]

জ. কার্তবীর্যার্জুন কেন এবং কিভাবে শক্তিশালী প্রতিপক্ষ রাবণের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন? [পাঠ-৪ দেখুন]

ঝ. মাদকাসক্তি কাকে বলে ? [পাঠ-৫ দেখুন]

ঞ. মাদকাসক্তির কুফল সম্পর্কে ধর্মগ্রন্থ থেকে দুটি দৃষ্টান্ত দিন। [পাঠ-৫ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.১

১. ঘ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.২

১. গ ; ২. ক ; ৩. খ ; ৪. গ ; ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৩

১. খ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. খ ; ৫. খ ; ৬. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৪

১. গ ; ২. খ ; ৩. ঘ ; ৪. গ ; ৫. ক ; ৬. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ৯.৫

১. খ ; ২. ঘ ; ৩. গ ; ৪. ঘ ; ৫. গ